সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়

শ্রীবলরাম দ্বিবিদ মহাবানরকে বধ করলেন

কিভাবে শ্রীবলরাম রৈবতক পর্বতে ব্রজের যুবতীদের সঙ্গ উপভোগ করলেন এবং সেখানে দ্বিবিদ বানরকে বধ করলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ যে নরকাসুরকে নিধন করেছিলেন, দ্বিবিদ নামক তার এক মহা বানর বন্ধু ছিল। দ্বিবিদ, তার বন্ধুর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল, তাই সে গোপদের গৃহে আগুন লাগিয়েছিল, শ্রীকৃষ্ণের আনর্ত প্রদেশটি বিধ্বস্ত করেছিল এবং তার বলশালী দুই বাহু দিয়ে সমুদ্রের জল মন্থন করে উপকূলভূমি প্লাবিত করেছিল। মুর্খটি এরপর মহান ঋষিবর্গের আশ্রমের গাছপালা ভেঙ্গে দেয় এবং তাদের যজ্ঞের অগ্নিতেও মল মূত্র ত্যাগ করে। সে মেয়ে পুরুষদের অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে তাদের পর্বত গুহায় বন্দী করে রেখে বড় বড় প্রস্তরখণ্ড দিয়ে বন্ধ করে দিত। এইভাবে সমগ্র দেশকে বিপর্যস্ত করে এবং বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের যুবতীকে কলুষিত করার পর দ্বিবিদ রৈবতক পর্বতে এসে, সেখানে সে শ্রীবলরামকে একদল সুন্দরী রমণীর সঙ্গ উপভোগরত দেখতে পায়। বারুণী পানীয় পান করে বাহ্যত প্রমত্ত শ্রীবলরামকে অবজ্ঞা করে, দ্বিবিদ শ্রীভগবানের সামনেই তার মলদ্বার খুলে রমণীদের দেখিয়েছিল এবং ভ্রুভঙ্গী করে কুৎসিত ইঙ্গিত করে ও মল মূত্র ত্যাগ করে তাদের আরও নানাভাবে অপমান করতে থাকে।

দ্বিবিদের অসভ্য ব্যবহার শ্রীবলরামকে ক্রুদ্ধ করে তোলে এবং তিনি মহাবানরটির দিকে একটি পাথর ছুঁড়ে মারলেন। কিন্তু দ্বিবিদ তা এড়িয়ে যেতে পেরেছিল। সে তখন শ্রীবলরামকে উপহাস করতে লাগল এবং মহিলাদের পোশাক ধরে টানাটানি করতে থাকে। এই ঔদ্ধত্য লক্ষ্য করে শ্রীবলদেব দ্বিবিদকে বধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তাই তিনি তাঁর গদা ও তাঁর লাঙ্গল অস্ত্র গ্রহণ করলেন। শক্তিশালী দ্বিবিদ তখন ভূমি হতে একটি শাল বৃক্ষ উপ্‌ড়ে নিয়ে অস্ত্রের মতো তা ধারণ করল এবং সেই গাছটি দিয়ে শ্রীভগবানের মাথায় সে আঘাত করল। কিন্তু ভগবান শ্রীবলদেব অটল রইলেন এবং সেই গাছের গুঁড়িটিকে চূর্ণ করে খণ্ড খণ্ড করে দিলেন। দ্বিবিদ আরেকটি বৃক্ষ উৎপাটন করল এবং এইভাবে একের পর এক গাছ উৎপাটন করতে লাগল, যতক্ষণ না বন নিঃশেষিত হয়। কিন্তু যদিও সে একের পর এক গাছ দিয়ে বলদেবের মাথায় আঘাত করেছিল, শ্রীভগবান কিন্তু সমস্ত গাছই খণ্ড খণ্ড করে ছেদন করেছিলেন। তখন সেই মূর্খ মহাবানর একের পর এক পাথর নিক্ষেপ করতে লাগল। ভগবান শ্রীবলদেব সেই সমস্ত পাথরকে

চূর্ণ করার পরে দ্বিবিদ শ্রীভগবানকে আক্রমণ করে মুষ্টি দ্বারা তাঁর বুকে আঘাত করে, তাঁকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। তাঁর গদা ও লাঙ্গল অস্ত্র সরিয়ে রেখে, শ্রীবলরাম তখন দ্বিবিদের কণ্ঠ ও বাহুতে আঘাত করলে বানরটি রক্ত বমন করতে করতে মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

দ্বিবিদকে বধ করে শ্রীবলদেব দ্বারকার উদ্দেশে যাত্রা করলে আকাশ হতে দেবতা ও ঋষিগণ পুষ্প বর্ষণ করলেন এবং তাঁর উদ্দেশ্যে জয়ধ্বনি, বন্দনা ও প্রণাম নিবেদন করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীরাজোবাচ

ভূয়োঽহং শ্রোতুমিচ্ছামি রামস্যাদ্ভুতকর্মণঃ ।
অনন্তস্যাপ্রমেয়স্য যদন্যৎ কৃতবান্ প্রভুঃ ॥ ১ ॥

শ্রীরাজা—মহিমান্বিত রাজা (পরিক্ষিৎ); **উবাচ**—বললেন; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **অহম্**—আমি; **শ্রোতুম্**—শ্রবণ করতে; **ইচ্ছামি**—ইচ্ছা করি; **রামস্য**—শ্রীবলরামের; **অদ্ভুত**—বিস্ময়কর; **কর্মণঃ**—কাজকর্ম; **অনন্তস্য**—অসীম; **অপ্রমেয়স্য**—অপরিমেয়; **যৎ**—কি; **অন্যৎ**—অন্য; **কৃতবান্**—করেছিল; **প্রভুঃ**—ভগবান।

অনুবাদ

মহিমান্বিত রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—আমি অনন্ত ও অপরিমেয় ভগবান শ্রীবলরামের বিস্ময়কর কাজকর্মের কথা আরও শ্রবণ করতে ইচ্ছা করি। তিনি আর কি করেছিলেন?

শ্লোক ২

শ্রীশুক উবাচ

নরকস্য সখা কশ্চিদ্ দ্বিবিদো নাম বানরঃ ।
সুগ্রীবসচিবঃ সোঽথ ভ্রাতা মৈন্দস্য বীর্যবান্ ॥ ২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **নরকস্য**—নরকাসুরের; **সখা**—বন্ধু; **কশ্চিৎ**—কোন এক; **দ্বিবিদঃ**—দ্বিবিদ; **নাম**—নামক; **বানরঃ**—বানর; **সুগ্রীব**—রাজা সুগ্রীব; **সচিবঃ**—যার উপদেষ্টা; **সঃ**—সে; **অথ**—ও; **ভ্রাতা**—ভ্রাতা; **মৈন্দস্য**—মৈন্দের; **বীর্যবান্**—বলশালী।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—দ্বিবিদ নামে এক মহাবানর নরকাসুরের বন্ধু ছিল। মৈন্দের ভ্রাতা, এই বলশালী দ্বিবিদ রাজা সুগ্রীবের মন্ত্রণা লাভ করেছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী দ্বিবিদ মহাবানর সম্বন্ধে কিছু চিত্তাকর্ষক তথ্য উল্লেখ করেছেন। যদিও দ্বিবিদ ছিল ভগবান রামচন্দ্রের একজন পার্ষদ, কিন্তু সে পরে নরকাসুরের অসৎ সঙ্গের দ্বারা কলুষিত হয়ে পড়ে। যেমন এখানে উল্লেখ করা হয়েছে *নরকস্য সখা*। তার শক্তিতে গর্বিত হয়ে যখন দ্বিবিদ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও অন্যান্যদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিল, তখন তার সেই অপরাধের ফলেই দ্বিবিদের এই অসৎ সঙ্গ দোষ হয়েছিল। যারা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অর্চনা করেন, তাঁরা কখনও শ্রীভগবানের সেবক বিগ্রহ স্বরূপ দ্বিবিদ ও মৈন্দের উদ্দেশে প্রার্থনা কীর্তন করেন। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে, এই শ্লোকে উল্লেখিত মৈন্দ ও দ্বিবিদ হচ্ছেন এইসকল বিগ্রহের অধিকারী প্রকাশ, যাঁরা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বৈকুণ্ঠলোকের অধিবাসী।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীল জীব গোস্বামীর মতাদর্শের সঙ্গে একমত যে, দ্বিবিদ তার অসৎ সঙ্গের ফলে বিনষ্ট হয়েছিলেন, যা ছিল তার শ্রীমান লক্ষ্মণকে অশ্রদ্ধা করার শাস্তি। কিন্তু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলছেন যে, এখানে উল্লেখিত মৈন্দ ও দ্বিবিদ প্রকৃতপক্ষে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আরাধনার সময়ে সেবক বিগ্রহ রূপে সম্বোধিত নিত্য মুক্ত ভক্ত। তিনি বলেন, মহাত্মাগণের প্রতি অপরাধের ফলস্বরূপ অসৎ সঙ্গের শুভ পরিণাম প্রদর্শনের জন্য শ্রীভগবান তাদের অধঃপতনের আয়োজন করেছিলেন। তাই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর দ্বিবিদ ও মৈন্দের পতনকে জয় ও বিজয়ের পতনের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

শ্লোক ৩

সখ্যুঃ সোঽপচিতিং কুর্বন্ বানরো রাষ্ট্রবিপ্লবম্ ।
পুরগ্রামাকরান্ ঘোষানদহদ্বহ্নিমুৎসৃজন্ ॥ ৩ ॥

সখ্যুঃ—তার সখার (নরক, যাকে শ্রীকৃষ্ণ বধ করেছিলেন); **সঃ**—সে; **অপচিতিম্**—ঋণ পরিশোধের জন্য; **কুর্বন্**—করে; **বানরঃ**—বানর; **রাষ্ট্র**—রাষ্ট্রের; **বিপ্লবম্**—প্রবল উৎপাত সৃষ্টি করে; **পুর**—নগরী; **গ্রাম**—গ্রাম; **আকরান্**—এবং খনিগুলি; **ঘোষান্**—গোপ সম্প্রদায়; **অদহৎ**—সে দগ্ধ করেছিল; **বহ্নিম্**—অগ্নি; **উৎসৃজন্**—জ্বালিয়ে দিয়ে।

অনুবাদ

তার বন্ধু নরকের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য, বানর দ্বিবিদ নগরী, গ্রাম, খনি ও গোপদের ঘরবাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে দেশটি বিধ্বস্ত করল।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ দ্বিবিদের বন্ধু নরককে বধ করেছিলেন এবং তার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বানরটি শ্রীকৃষ্ণের সমৃদ্ধ রাজ্যপাঠ ধ্বংস করতে মনস্থ করল। *কৃষ্ণ* গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "তার প্রথম কাজ ছিল গ্রাম, শহর, শিল্প ও খনিজ অঞ্চল এবং কৃষি ও গোরক্ষায় নিয়োজিত বণিকদের আবাসস্থলে আগুন লাগানো।"

শ্লোক ৪

ক্বচিৎ স শৈলানুৎপাট্য তৈর্দেশান্ সমচূর্ণয়ৎ ।
আনর্তান্ সুতরামেব যত্রাস্তে মিত্রহা হরিঃ ॥ ৪ ॥

ক্বচিৎ—একদিন; **সঃ**—সে, দ্বিবিদ; **শৈলান্**—পর্বত; **উৎপাট্য**—উৎপাটিত করে; **তৈঃ**—তাদের সঙ্গে; **দেশান্**—সকল রাজ্যপাট; **সমচূর্ণয়ৎ**—সে চূর্ণ করেছিল; **আনর্তান্**—আনর্ত প্রদেশের মানুষদের (যেখানে দ্বারকা অবস্থিত); **সুতরাম্ এব**—বিশেষত; **যত্র**—যেখানে; **আস্তে**—বর্তমান; **মিত্র**—তার বন্ধুর; **হা**—হত্যাকারী; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

একদিন দ্বিবিদ একাধিক পর্বত উৎপাটন করল এবং নিকটবর্তী সমস্ত রাজ্যগুলি বিশেষত আনর্ত প্রদেশ, যেখানে তার বন্ধুর হত্যাকারী, ভগবান শ্রীহরি বাস করতেন, সেগুলি ধ্বংস করার জন্য সেগুলি কাজে লাগায়।

শ্লোক ৫

ক্বচিৎ সমুদ্রমধ্যস্থো দোর্ভ্যামুৎক্ষিপ্য তজ্জলম্ ।
দেশান্ নাগাযুতপ্রাণো বেলাকূলে ন্যমজ্জয়ৎ ॥ ৫ ॥

ক্বচিৎ—একদিন; **সমুদ্র**—সমুদ্রের; **মধ্য**—মধ্যে; **স্থঃ**—দাঁড়িয়ে; **দোর্ভ্যাম্**—তার দু'হাত দিয়ে; **উৎক্ষিপ্য**—মন্থন করে; **তৎ**—তার; **জলম্**—জল; **দেশান্**—রাজ্যপাট; **নাগ**—হাতি; **অযুত**—দশ হাজারের মতো; **প্রাণঃ**—প্রাণ; **বেলা**—সমুদ্র উপকূলের; **কূলে**—সন্নিহিত; **ন্যমজ্জয়ৎ**—নিমজ্জিত করেছিল।

অনুবাদ

আরেকবার, সে সমুদ্রে নেমে দশ হাজার হাতির শক্তি দিয়ে তার দু'হাতে জল মন্থন করতে থাকে এবং এইভাবে উপকূলবর্তী সমস্ত প্রদেশ নিমজ্জিত করে।

শ্লোক ৬

আশ্রমান্‌ঋষিমুখ্যানাং কৃত্বা ভগ্নবনস্পতীন্ ।
অদূষয়চ্ছকৃন্মূত্রৈরগ্নীন্ বৈতানিকান্ খলঃ ॥ ৬ ॥

আশ্রমান্—আশ্রমাদি; **ঋষি**—ঋষিদের; **মুখ্যানাং**—উন্নত; **কৃত্বা**—করছিল; **ভগ্ন**—ভগ্ন; **বনস্পতীন্**—গাছপালা; **অদূষয়ৎ**—দূষিত করল; **শকৃৎ**—মল দ্বারা; **মূত্রৈঃ**—এবং মূত্র; **অগ্নীন্**—আগুন দিয়ে; **বৈতানিকান্**—যজ্ঞীয়; **খলঃ**—অসৎ।

অনুবাদ

দুষ্ট বানরটি মহর্ষিদের আশ্রমের গাছপালা উৎপাটন করে দেয় এবং তাঁদের যজ্ঞের আগুনে তার মল ও মূত্র দ্বারা সব কলুষিত করল।

শ্লোক ৭

পুরুষান্ যোষিতো দৃপ্তঃ ক্ষ্মাভৃদ্‌দ্রোণীগুহাসু সঃ ।
নিক্ষিপ্য চাপ্যধাচ্ছৈলৈঃ পেশস্কারীব কীটকম্ ॥ ৭ ॥

পুরুষান্—নর; **যোষিতঃ**—এবং নারীদের; **দৃপ্তঃ**—স্পর্ধিত; **ক্ষ্মা-ভৃৎ**—পর্বতের; **দ্রোণী**—উপত্যকার মধ্যে; **গুহাসু**—গুহা অভ্যন্তরে; **সঃ**—সে; **নিক্ষিপ্য**—নিক্ষেপ করে; **চ**—এবং; **অপ্যধাৎ**—বন্ধ করত; **শৈলৈঃ**—বৃহৎ শিলাখণ্ড দ্বারা; **পেশস্কারী**—একটি বোলতা; **ইব**—যেমন; **কীটকম্**—একটি ক্ষুদ্র কীট।

অনুবাদ

ঠিক যেমন বোলতা ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গদের বন্দী করে রাখে, তেমনিভাবে উদ্ধত হয়ে সে মেয়ে-পুরুষ সকলকে পর্বত উপত্যকার গুহামধ্যে নিক্ষেপ করত এবং শিলাখণ্ড দিয়ে গুহাটি বন্ধ করে দিত।

শ্লোক ৮

এবং দেশান্ বিপ্রকুর্বন্ দূষয়ংশ্চ কুলস্ত্রিয়ঃ ।
শ্রুত্বা সুললিতং গীতং গিরিং রৈবতকং যযৌ ॥ ৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **দেশান্**—বিভিন্ন দেশ; **বিপ্রকুর্বন্**—বিধ্বস্ত করে; **দূষয়ন্**—দূষিত করে; **চ**—এবং; **কুল**—সম্ভ্রান্ত পরিবারের; **স্ত্রিয়ঃ**—নারীদের; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে;

সুললিতম্—সুমধুর; **গীতম্**—গীত; **গিরিম্**—পর্বতে; **রৈবতকম্**—রৈবতক নামক; **যযৌ**—সে গিয়েছিল।

অনুবাদ

একবার দ্বিবিদ যখন এইভাবে প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে উৎপীড়ন ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের রমণীদের কলুষিত করছিল, সেই সময়ে সে রৈবতক পর্বত থেকে অতি সুমধুর গান শুনতে পায়। তাই সে সেখানে গিয়েছিল।

শ্লোক ৯-১০

তত্রাপশ্যদ্‌যদুপতিং রামং পুষ্করমালিনম্ ।
সুদর্শনীয়সর্বাঙ্গং ললনাযূথমধ্যগম্ ॥ ৯ ॥
গায়ন্তং বারুণীং পীত্বা মদবিহ্বললোচনম্ ।
বিভ্রাজমানং বপুষা প্রভিন্নমিব বারণম্ ॥ ১০ ॥

তত্র—সেখানে; **অপশ্যৎ**—সে দেখল; **যদু-পতিম্**—যদুপতি; **রামম্**—বলরাম; **পুষ্কর**—পদ্মফুলের; **মালীনম্**—মালা পরিহিত; **সুদর্শনীয়**—অত্যন্ত আকর্ষণীয়; **সর্ব**—সকল; **অঙ্গম্**—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ; **ললনা**—নারীদের; **যূথ**—দলের; **মধ্যগম্**—মধ্যে; **গায়ন্তম্**—গান করতে; **বারুণীম্**—বারুণী পানীয়; **পীত্বা**—পান করতে করতে; **মদ**—মত্ততা দ্বারা; **বিহ্বল**—বিহ্বল; **লোচনম্**—যার দু'চোখ; **বিভ্রাজমানম্**—জ্যোতিতে বিভূষিত; **বপুষা**—তাঁর শরীর; **প্রভিন্নম্**—মত্ত; **ইব**—মতো; **বারণম্**—হাতি।

অনুবাদ

সেখানে সে পদ্মফুলের মালায় শোভিত ও প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অতীব মনোহর রূপ ধারণ করে প্রকাশিত যদুপতি শ্রীবলরামকে দেখতে পায়। তিনি একদল যুবতী নারীর মাঝে গান করছিলেন এবং যেহেতু তিনি বারুণী রস পান করেছিলেন, তাই যেন তিনি মত্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং তাই তাঁর চোখ দুটি ঘূর্ণিত হচ্ছিল। তিনি যখন মত্ত হাতির মতো আচরণ করছিলেন, তখন তাঁর দেহ উজ্জ্বল দীপ্তিমান হয়ে উঠেছিল।

শ্লোক ১১

দুষ্টঃ শাখামৃগঃ শাখামারূঢ়ঃ কম্পয়ন্ দ্রুমান্ ।
চক্রে কিলকিলাশব্দমাত্মানং সম্প্রদর্শয়ন্ ॥ ১১ ॥

দুষ্টঃ—দুষ্ট; **শাখা-মৃগঃ**—বানর (যে প্রাণী বৃক্ষ শাখায় বাস করে); **শাখাম্**—একটি শাখা; **আরূঢ়ঃ**—আরোহণ করে; **কম্পয়ন্**—কম্পিত করে; **দ্রুমান্**—গাছপালা; **চক্রে**—সে করল; **কিলকিলা-শব্দম্**—কিলকিলা শব্দ; **আত্মানম্**—নিজেকে; **সম্প্রদর্শয়ন্**—প্রদর্শন করে।

অনুবাদ

দুষ্ট বানরটি একটি গাছের ডালে উঠে বসল এবং তারপর গাছগুলি নাড়াতে নাড়াতে কিলকিলা ধ্বনি করে তার অস্তিত্ব জানিয়ে দিল।

তাৎপর্য

শাখামৃগ শব্দটি বোঝায় যে, সাধারণ বানরের মতো বানর দ্বিবিদেরও গাছে উঠার প্রবণতা ছিল। শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "দ্বিবিদ নামে এই বানরটি গাছে গাছে আরোহণ করতে পারত এবং এক শাখা থেকে আরেক শাখায় লাফ দিতে পারত। কখনও-বা সে একটি বিশেষ ধরনের 'কিলকিলা' শব্দ সৃষ্টি করে শাখাগুলিকে ঝাঁকাতো, যাতে শ্রীবলরাম সুমধুর পরিবেশ থেকে ভীষণভাবে বিক্ষিপ্ত হন।"

শ্লোক ১২

তস্য ধার্ষ্ট্যং কপের্বীক্ষ্য তরুণ্যো জাতিচাপলাঃ ।
হাস্যপ্রিয়া বিজহসুর্বলদেবপরিগ্রহাঃ ॥ ১২ ॥

তস্য—তার; **ধার্ষ্ট্যম্**—ধৃষ্টতা; **কপেঃ**—বানরের; **বীক্ষ্য**—লক্ষ্য করে; **তরুণ্যঃ**—যুবতীরা; **জাতি**—স্বভাবত; **চাপলাঃ**—চপলা; **হাস্য-প্রিয়াঃ**—হাস্যপ্রিয়া; **বিজহসুঃ**—উচ্চস্বরে হাসতে লাগল; **বলদেব-পরিগ্রহাঃ**—শ্রীবলদেবের সখিরা।

অনুবাদ

শ্রীবলদেবের সখিবৃন্দ যখন বানরটির ধৃষ্টতা লক্ষ্য করলেন, তখন তাঁরা হাসতে শুরু করলেন। যাই হোক, তাঁরা তো ছিলেন পরিহাসপ্রিয়া ও চপলতাপ্রবণ তরুণী।

শ্লোক ১৩

তা হেলয়ামাস কপির্ভ্রূক্ষেপৈর্সম্মুখাদিভিঃ ।
দর্শয়ন্ স্বগুদং তাসাং রামস্য চ নিরীক্ষিতঃ ॥ ১৩ ॥

তাঃ—তাদের (তরুণীদের); **হেলয়াম্ আস**—উপহাসকারী; **কপিঃ**—বানর; **ভ্রূ**—তার ভ্রূ'র; **ক্ষেপৈঃ**—কুৎসিত ভঙ্গির দ্বারা; **সম্মুখ**—তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে; **আদিভিঃ**—ইত্যাদি; **দর্শয়ন্**—দেখাতে; **স্ব**—তার; **গুদম্**—মলদ্বার; **তাসাম্**—তাদের; **রামস্য**—যেন শ্রীবলরাম; **চ**—এবং; **নিরীক্ষিতঃ**—নিরীক্ষণ করছিলেন।

অনুবাদ

এমনকি শ্রীবলরাম লক্ষ্য করা সত্ত্বেও, দ্বিবিদ তার ভ্রু নাচিয়ে কুৎসিত ইঙ্গিত করে, তাদের সামনে এসে তার মলদ্বার প্রদর্শন করে তরুণীদের অপমান করেছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "বানরটি এতই দুর্বিনীত ও অসভ্য ছিল যে, শ্রীবলরামের সামনেই সে তার নিম্নাঙ্গ খুলে রমণীদের দেখাতে শুরু করল এবং মাঝে মাঝে তার ভ্রু-কুঞ্চিত করে তার দাঁত দেখানোর জন্য এগিয়ে আসত।" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলছেন যে, রমণীদের কাছেই দ্বিবিদ চলে আসত এবং ঘুরত ফিরত, মূত্র ত্যাগ ইত্যাদি করত।

শ্লোক ১৪-১৫

তং গ্রাব্ণা প্রাহরৎ ক্রুদ্ধো বলঃ প্রহরতাং বরঃ ।
স বঞ্চয়িত্বা গ্রাবাণং মদিরাকলসং কপিঃ ॥ ১৪ ॥
গৃহীত্বা হেলয়ামাস ধূর্তস্তং কোপয়ন্ হসন্ ।
নির্ভিদ্য কলশং দুষ্টো বাসাংসাস্ফালয়দ্ বলম্ ।
কদর্থীকৃত্য বলবান্ বিপ্রচক্রে মদোদ্ধতঃ ॥ ১৫ ॥

তম্—তাকে, দ্বিবিদকে; **গ্রাব্ণা**—একটি প্রস্তর; **প্রাহরৎ**—নিক্ষেপ করলেন; **ক্রুদ্ধঃ**—ক্রুদ্ধ; **বলঃ**—শ্রীবলরাম; **প্রহরতাম্**—অস্ত্র নিক্ষেপকারীদের মধ্যে; **বরঃ**—শ্রেষ্ঠ; **সঃ**—সে, দ্বিবিদ; **বঞ্চয়িত্বা**—পরিহার করে; **গ্রাবাণম্**—প্রস্তরটি; **মদিরা**—পানীয়ের; **কলসম্**—কলস; **কপিঃ**—বানর; **গৃহীত্বা**—হরণ করে; **হেলয়াম্ আস**—পরিহাস করতে লাগল; **ধূর্তঃ**—মূর্খ; **তম্**—তাঁকে, শ্রীবলরামকে; **কোপয়ন্**—কুপিত করে; **হসন্**—হাসতে হাসতে; **নির্ভিদ্য**—ভগ্ন করল; **কলসম্**—কলস; **দুষ্টঃ**—দুষ্ট; **বাসাংসি**—বস্ত্রগুলি (তরুণীদের); **আস্ফালয়ৎ**—সে আকর্ষণ করল; **বলম্**—শ্রীবলরাম; **কদর্থী-কৃত্য**—অবজ্ঞা করে; **বল-বান্**—বলবান; **বিপ্রচক্রে**—সে অপমান করল; **মদ**—মিথ্যা অহংকার দ্বারা; **উদ্ধতঃ**—উদ্ধত।

অনুবাদ

যোদ্ধাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ক্রুদ্ধ, শ্রীবলরাম তাকে একটি পাথর ছুঁড়ে মারলেন, কিন্তু চতুর বানর পাথরটিকে এড়িয়ে গেল এবং শ্রীভগবানের পানীয় রসের পাত্রটি দখল করল। শ্রীবলরামকে পরিহাস করে হাসতে হাসতে সে আরও ক্রুদ্ধ করে তুলে দুষ্ট দ্বিবিদ তখন পাত্রটি ভেঙে ফেলে এবং তরুণীদেরও বস্ত্র আকর্ষণ করে

শ্রীভগবানকে আরও উত্ত্যক্ত করল। এইভাবে সেই বলশালী বানরটি মিথ্যা অহংকার দেখিয়ে উদ্ধত হয়ে শ্রীবলরামকে ক্রমাগত অপমান করতে থাকে।

শ্লোক ১৬

তং তস্যাবিনয়ং দৃষ্ট্বা দেশাংশ্চ তদুপদ্রুতান্ ।
ক্রুদ্ধো মুষলমাদত্ত হলং চারিজিঘাংসয়া ॥ ১৬ ॥

তম্—সেই; **তস্য**—তার; **অবিনয়ম্**—অভব্যতা; **দৃষ্ট্বা**—লক্ষ্য করে; **দেশান্**—সারা দেশে; **চ**—এবং; **তৎ**—তার দ্বারা; **উপদ্রুতান্**—উপদ্রুত; **ক্রুদ্ধঃ**—ক্রুদ্ধ; **মুষলম্**—তাঁর গদা; **আদত্ত**—গ্রহণ করলেন; **হলম্**—তাঁর লাঙ্গল; চ—এবং; **অরি**—শত্রু; **জিঘাংসয়া**—হত্যা করার উদ্দেশ্যে।

অনুবাদ

শ্রীবলরাম বানরের অভব্য আচরণ এবং চতুর্দিকের সারা দেশে তার উপদ্রব সৃষ্টি করার কথা চিন্তা করলেন। এইভাবে শ্রীভগবান তাঁর শত্রুকে বধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ক্রুদ্ধভাবে তাঁর গদা ও লাঙ্গল অস্ত্র গ্রহণ করলেন।

তাৎপর্য

অবিনয়ম্ কথাটির অর্থ 'শিষ্টাচারবিহীন'। দ্বিবিদ সম্পূর্ণভাবে শিষ্টাচার এবং নম্রতা বর্জন করে, নির্লজ্জভাবে অতি অসভ্য দুর্বিনীত আচরণ করছিল। স্বয়ং শ্রীভগবানের সামনেই বানরটি অভদ্র আচরণ করা ছাড়াও, সাধারণ মানুষকেও দ্বিবিদের অত্যন্ত বিব্রত করার কথা শ্রীভগবান জানতেন। এই দুষ্ট বানরটিকে এবার মরতে হবে।

শ্লোক ১৭

দ্বিবিদোঽপি মহাবীর্যঃ শালমুদ্যম্য পাণিনা ।
অভ্যেত্য তরসা তেন বলং মূর্ধন্যতাড়য়ৎ ॥ ১৭ ॥

দ্বিবিদঃ—দ্বিবিদ; **অপি**—ও; **মহা**—মহা; **বীর্যঃ**—যার শক্তি; **শালম্**—শাল বৃক্ষ; **উদ্যম্য**—উত্তোলন করল; **পাণিনা**—তার হাত দিয়ে; **অভ্যেত্য**—উপস্থিত হয়ে; **তরসা**—বেগে; **তেন**—তা দ্বারা; **বলম্**—শ্রীবলরাম; **মূর্ধণি**—মাথায়; **অতাড়য়ৎ**—সে আঘাত করল।

অনুবাদ

শক্তিশালী দ্বিবিদও যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে এল। একহাতে একটি শাল গাছ উৎপাটন করে নিয়ে সে শ্রীবলরামের দিকে ধাবিত হল এবং গাছের গুঁড়িটি দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করল।

শ্লোক ১৮

তং তু সংকর্ষণো মূর্ধ্নি পতন্তমচলো যথা ।
প্রতিজগ্রাহ বলবান্ সুনন্দেনাহনচ্চ তম্ ॥ ১৮ ॥

তম্—সেই (গাছের গুঁড়ি); **তু**—কিন্তু; **সঙ্কর্ষণঃ**—শ্রীবলরাম; **মূর্ধ্নি**—তাঁর মাথায়; **পতন্তম্**—পতিত; **অচলঃ**—একটি অবিচল পর্বত; **যথা**—মতো; **প্রতিজগ্রাহ**—ধারণ করলেন; **বল-বান্**—বলবান; **সুনন্দেন**—তাঁর গদা, সুনন্দ দ্বারা; **অহনৎ**—তিনি আঘাত করলেন; **চ**—এবং; **তম্**—তাকে, দ্বিবিদকে।

অনুবাদ

কিন্তু ভগবান সঙ্কর্ষণ পাহাড়ের মতো অবিচলিত থাকলেন এবং তাঁর মাথার উপরে পতনোন্মুখ গাছের গুঁড়িটিকে ধারণ করলেন মাত্র। অতঃপর তিনি সুনন্দ নামে তাঁর গদা দিয়ে দ্বিবিদকে আঘাত করলেন।

শ্লোক ১৯-২১

মুষলাহতমস্তিষ্কো বিরেজে রক্তধারয়া ।
গিরির্যথা গৈরিকয়া প্রহারং নানুচিন্তয়ন্ ॥ ১৯ ॥
পুনরন্যং সমুৎক্ষিপ্য কৃত্বা নিষ্পত্রমোজসা ।
তেনাহনৎ সুসংক্রুদ্ধস্তং বলঃ শতধাচ্ছিনৎ ॥ ২০ ॥
ততোঽন্যেন রুষা জঘ্নে তং চাপি শতধাচ্ছিনৎ ॥ ২১ ॥

মুষল—গদা দ্বারা; **আহত**—আহত; **মস্তিষ্কঃ**—তার খুলি; **বিরেজে**—সে রক্তিম হয়ে উঠল; **রক্ত**—রক্তের; **ধারয়া**—ধারায়; **গিরিঃ**—পর্বত; **যথা**—যেমন; **গৈরিকয়া**—গৈরিক রঞ্জিত; **প্রহারম্**—আঘাত; **ন**—না; **অনুচিন্তয়ন্**—ভ্রূক্ষেপ করে; **পুনঃ**—পুনরায়; **অন্যম্**—আরেকটি (বৃক্ষ); **সমুৎক্ষিপ্য**—উৎপাটন করে; **কৃত্বা**—করে; **নিষ্পত্রম্**—পত্রশূন্য; **ওজসা**—বলপূর্বক; **তেন**—তা দ্বারা; **অহনৎ**—সে আঘাত করল; **সু-সংক্রুদ্ধঃ**—সম্পূর্ণরূপে ক্রুদ্ধ হয়ে; **তম্**—তা; **বলঃ**—শ্রীবলরাম; **শতধা**—শত শত খণ্ডে; **অচ্ছিনৎ**—ছেদন করলেন; **ততঃ**—তখন; **অন্যেন**—আরেকটি দ্বারা; **রুষা**—ক্রুদ্ধভাবে; **জঘ্নে**—চূর্ণবিচূর্ণ করলেন; **তম্**—সেটি; **চ**—এবং; **অপি**—ও; **শতধা**—শত শত খণ্ডে; **অচ্ছিনৎ**—তিনি ভগ্ন করলেন।

অনুবাদ

শ্রীভগবানের গদা দিয়ে মাথায় আঘাত পেয়ে রক্তধারায় দ্বিবিদ রক্তিম হয়ে উঠল— যেন গৈরিক রঞ্জিত এক পর্বত। আঘাত উপেক্ষা করে, দ্বিবিদ আরেকটি

গাছ উৎপাটন করে পাশবিক শক্তি দ্বারা সেটি পত্রশূন্য করল এবং শ্রীভগবানকে আবার আঘাত করল। এখন ক্রুদ্ধ শ্রীবলরাম গাছটিকে শত শত খণ্ডে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করলে পর দ্বিবিদ আরও একটি গাছ তুলে নিয়ে ক্রোধোমত্ত হয়ে শ্রীভগবানকে আবার আঘাত করল। এই গাছটিকেও শ্রীভগবান শত শত খণ্ডে চূর্ণ করলেন।

শ্লোক ২২

এবং যুধ্যন্ ভগবতা ভগ্নে ভগ্নে পুনঃ পুনঃ ।
আকৃষ্য সর্বতো বৃক্ষান্নির্বৃক্ষমকরোদ্বনম্ ॥ ২২ ॥

এবম্—এইভাবে; **যুধ্যন্**—যুদ্ধরত (দ্বিবিদ); **ভগবতা**—ভগবানের দ্বারা; **ভগ্নে ভগ্নে**—বারম্বার ভগ্ন হওয়ায়; **পুনঃ পুনঃ**—পুনঃ পুনঃ; **আকৃষ্য**—উৎপাটন করে; **সর্বতঃ**—সবখান থেকে; **বৃক্ষান্**—গাছগুলি; **নির্বৃক্ষম্**—বৃক্ষশূন্য; **অকরোৎ**—করেছিল; **বনম্**—বন।

অনুবাদ

এইভাবে আক্রান্ত হয়ে যিনি বারে বারে গাছগুলিকে চূর্ণ করছিলেন, ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধরত দ্বিবিদ সেই বনটি বৃক্ষশূন্য না হওয়া পর্যন্ত চতুর্দিক থেকে বৃক্ষ উৎপাটন করছিল।

শ্লোক ২৩

ততোঽমুঞ্চচ্ছিলাবর্ষং বলস্যোপর্যমর্ষিতঃ ।
তৎ সর্বং চূর্ণয়ামাস লীলয়া মুষলায়ুধঃ ॥ ২৩ ॥

ততঃ—তখন; **অমুঞ্চৎ**—সে মুক্ত করল; **শিলা**—শিলার; **বর্ষম্**—বর্ষণ; **বলস্য উপরি**—শ্রীবলরামের উপরে; **অমর্ষিতঃ**—হতাশ হয়ে; **তৎ**—সেই; **সর্বম্**—সকল; **চূর্ণয়াম্ আস**—চূর্ণ করলেন; **লীলয়া**—সহজেই; **মুষল-আয়ুধঃ**—গদার পরিচালক।

অনুবাদ

ক্রুদ্ধ বানর তখন শ্রীবলরামের উপর শিলা বর্ষণ করতে থাকল, কিন্তু মুষলায়ুধধারী সহজেই সেই সমস্তই চূর্ণ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "যখন আর কোনও গাছ পাওয়া গেল না, তখন দ্বিবিদ পাহাড় থেকে বড় বড় পাথর নিয়ে বর্ষার মতো সেগুলি বলরামের দেহের উপর নিক্ষেপ করতে লাগল। শ্রীবলরাম, খেলাচ্ছলে সেইসকল বড় বড় প্রস্তর খণ্ড চূর্ণ করে নুড়িতে পরিণত করতে শুরু করলেন।" এখনও এরকম অনেক খেলা রয়েছে

যেখানে লোকে একটি বল বা তেমন কোন বস্তুকে একটি ব্যাট বা লাঠি দ্বারা আঘাত করে মজা পায়। এই ক্রীড়ার প্রবণতা মূলত পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে রয়েছে, যিনি লীলাক্রমে, শক্তিশালী দ্বিবিদ দ্বারা তাঁর দিকে নিক্ষিপ্ত ভয়ঙ্কর প্রস্তরখণ্ডগুলি চূর্ণ করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

স বাহূ তালসঙ্কাশৌ মুষ্টীকৃত্য কপীশ্বরঃ ।
আসাদ্য রোহিণীপুত্রং তাভ্যাং বক্ষস্যরূরুজৎ ॥ ২৪ ॥

সঃ—সে; **বাহূ**—তার দুই হাত; **তাল**—তাল গাছ; **সঙ্কাশৌ**—বৃহৎ; **মুষ্টী**—মুষ্টিবদ্ধ; **কৃত্য**—করে; **কপি**—বানরদের; **ঈশ্বরঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **আসাদ্য**—সম্মুখীন হয়ে; **রোহিণী-পুত্রম্**—রোহিণী পুত্র বলরাম; **তাভ্যাম্**—তাই দিয়ে; **বক্ষসি**—তাঁর বুকে; **আরূরুজৎ**—সে আঘাত করল।

অনুবাদ

অত্যন্ত শক্তিশালী বানর দ্বিবিদ এখন তার তালগাছের মতো বাহুর মুষ্টিকে বদ্ধ করে শ্রীবলরামের সামনে এল এবং তার মুষ্টি দিয়ে শ্রীভগবানের দেহে আঘাত করল।

শ্লোক ২৫

যাদবেন্দ্রোঽপি তং দোর্ভ্যাং ত্যক্ত্বা মুষললাঙ্গলে ।
জত্রাবভ্যর্দয়ৎ ক্রুদ্ধঃ সোঽপতদ্ রুধিরং বমন্ ॥ ২৫ ॥

যাদব-ইন্দ্রঃ—যাদবগণের অধিপতি, বলরাম; **অপি**—এবং; **তম্**—তাকে; **দোর্ভ্যাম্**—তাঁর দু'হাত দিয়ে; **ত্যক্ত্বা**—নিক্ষেপ করে; **মুষল-লাঙ্গলে**—তাঁর গদা ও লাঙ্গল; **জত্রৌ**—কাঁধে; **অভ্যর্দয়ৎ**—আঘাত করলেন; **ক্রুদ্ধঃ**—ক্রুদ্ধ; **সঃ**—সে, দ্বিবিদ; **অপতৎ**—পতিত হল; **রুধিরম্**—রক্ত; **বমন**—বমি করতে করতে।

অনুবাদ

ক্রুদ্ধ যাদবাধিপতি তখন তাঁর গদা ও লাঙ্গল নিক্ষেপ করে তাঁর খালি হাত দুটি দিয়ে দ্বিবিদের কাঁধে আঘাত করলেন। বানরটি রক্তবমন করতে করতে পড়ে গেল।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ গ্রন্থে, শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "এই সময় বলরাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। যেহেতু বানরটি তাঁকে তার হাত দিয়ে আঘাত করেছিল, তাই তিনি তাকে তাঁর

নিজ অস্ত্রশস্ত্র, গদা অথবা লাঙ্গল দিয়ে প্রত্যাঘাত করেননি—কেবলমাত্র তাঁর মুষ্টি দিয়ে তিনি বানরটির কাঁধে আঘাত করতে লাগলেন। এই আঘাতই দ্বিবিদের কাছে প্রাণান্তকর হয়ে উঠেছিল।"

শ্লোক ২৬

চকম্পে তেন পততা সটঙ্কঃ সবনস্পতিঃ ।
পর্বতঃ কুরুশার্দূল বায়ুনা নৌরিবাম্ভসি ॥ ২৬ ॥

চকম্পে—কম্পিত হয়; **তেন**—তার জন্য; **পততা**—তার পতনে; **স**—সহ একত্রে; **টঙ্ক**—জলযুক্ত বিবর; **স**—সহ একত্রে; **বনস্পতিঃ**—এর গাছপালা; **পর্বতঃ**—পর্বত; **কুরু-শার্দূল**—হে কুরুগণের মধ্যে ব্যাঘ্রতুল্য (পরীক্ষিৎ মহারাজ); **বায়ুনা**—বায়ু দ্বারা; **নৌঃ**—নৌকা; **ইব**—যেমন; **অম্ভসি**—জলে।

অনুবাদ

যখন সে ভূপতিত হল, হে কুরুশার্দূল, তখন রৈবতক পর্বত তার জলযুক্ত বিবর ও বনস্পতি নিয়ে, যেন সমুদ্রে বায়ু তাড়িত নৌকার মতো কেঁপে উঠেছিল।

তাৎপর্য

টঙ্ক শব্দটি এখানে কেবলমাত্র পাহাড়ে জলপূর্ণ খাঁজ বা গহ্বরকে ইঙ্গিত করছে না—তা ফাটিল ও অন্যান্য জলপূর্ণ গর্তকেও বোঝাচ্ছে। দ্বিবিদ যখন ভূপতিত হয়েছিল, তখন এই সমস্ত পার্বত্য অঞ্চল কেঁপে উঠেছিল।

শ্লোক ২৭

জয়শব্দো নমঃশব্দঃ সাধু সাধ্বিতি চাম্বরে ।
সুরসিদ্ধমুনীন্দ্রাণামাসীৎ কুসুমবর্ষিণাম্ ॥ ২৭ ॥

জয়-শব্দঃ—জয়ধ্বনি; **নমঃ-শব্দঃ**—নমঃ (প্রণামের) শব্দ; **সাধু সাধু ইতি**—"দারুণ! বেশ করেছেন!" প্রশংসাসূচক ধ্বনি; **চ**—এবং; **অম্বরে**—আকাশে; **সুর**—দেবতাগণের; **সিদ্ধ**—সিদ্ধ; **মুনি-ইন্দ্রাণাম্**—এবং মহান ঋষিগণ; **আসীৎ**—সেখানে ছিলেন; **কুসুম**—পুষ্প; **বর্ষিণাম্**—যারা বর্ষণ করছিলেন।

অনুবাদ

স্বর্গের দেবতা, সিদ্ধ ও মহান ঋষিগণ উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন, "আপনার জয় হোক! আপনাকে নমস্কার! দারুণ! বেশ করেছেন!" এবং শ্রীভগবানের উপরে, তাঁরা পুষ্প বর্ষণ করলেন।

শ্লোক ২৮

এবং নিহত্য দ্বিবিদং জগদ্‌ব্যতিকরাবহম্ ।
সংস্তূয়মানো ভগবান্ জনৈঃ স্বপুরমাবিশৎ ॥ ২৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **নিহত্য**—বধ করে; **দ্বিবিদম্**—দ্বিবিদ; **জগৎ**—জগতে; **ব্যতিকর**—উপদ্রব; **আবহম্**—আনয়নকারী; **সংস্তূয়মানঃ**—স্তুতি কীর্তন দ্বারা বন্দিত হয়ে; **ভগবান্**—শ্রীভগবান; **জনৈঃ**—জনগণের দ্বারা; **স্ব**—তাঁর; **পুরম্**—নগরী (দ্বারকা); **আবিশৎ**—তিনি প্রবেশ করলেন।

অনুবাদ

এইভাবে সমগ্র জগতে উপদ্রবকারী দ্বিবিদকে বধ করে, জনগণের দ্বারা সমগ্র পথে তাঁর মহিমা-কীর্তিত হয়ে, শ্রীভগবান তাঁর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শ্রীবলরাম দ্বিবিদ মহাবানরকে বধ করলেন' নামক সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।